জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২

(১৯৯২ সনের ৩৭ নং আইন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু কলেজ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধি সহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত্ম করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১৷ (১) এই আইন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অধিভুক্ত কলেজ” অর্থ এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত এবং অধিভুক্ত স্নাতক, স্নাতক-সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পর্যায়ের কোন কলেজ;

(খ) “অংগীভূত কলেজ” অর্থ এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এইরূপ স্বীকৃত কোন কলেজ;

(গ) “অর্ডার” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973);

(ঘ) “অধ্যক্ষ” অর্থ অধিভুক্ত এবং অংগীভূত কলেজের প্রধান;

(ঙ) “অর্থ কমিটি” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি;

(চ) “একাডেমিক কাউন্সিল” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(ছ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ;

(জ) “কমিশন” অর্থ অর্ডার এর দ্বারা গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(ঝ) "কলেজ" অর্থ অধিভুক্ত ও অংগীভূত ডিগ্রী কলেজ;

(ঞ) "কেন্দ্র" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র এবং কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র;

(ট) "কলেজ শিক্ষক" অর্থ কলেজের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, প্রভাষক অথবা এমন কোন ব্যক্তি যিনি কলেজে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন;

(ঠ) "গভর্ণিং বডি" অর্থ কলেজের গভর্ণিং বডি;

(ড) "চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;

(ঢ) "ডীন" অর্থ স্কুল বা কেন্দ্রের প্রধান;

(ণ) "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি;

(ত) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ এই আইন দ্বারা স্থাপিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University);

(থ) "বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্" অর্থ একটি স্কুল ও কেন্দ্রের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্;

(দ) "বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি;

(ধ) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ন) "সংবিধি", "বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন" ও "প্রবিধান" অর্থ যথাক্রমে এই আইনের অধীনে প্রণীত সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান;

(প) "সিনেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট;

(ফ) "সিন্ডিকেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

(ব) "স্কুল" অর্থ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল;

(ভ) "হোস্টেল" অর্থ কলেজের ছাত্রাবাস।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

এখ্তিয়ার

৪। বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কৃষি, চিকিত্সা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইনের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। !

বিশ্ববিদ্যালয়

৫। (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় উহার বিবেচনায় উপযুক্ত বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র বা ক্যাম্পাস স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর ও প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সদস্যগণ এবং ইহার পর যে সকল ব্যক্তি অনুরূপ কর্মকর্তা বা সদস্য হইবেন, তাঁহারা যতদিন অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, কিংবা অনুরূপ সদস্য থাকিবেন, ততদিন, তাঁহাদের লইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা

৬। এই আইন এবং অর্ডার এর বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) কলেজের অনুমোদন দান ও অনুমোদন বাতিল করা;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম নির্ধারণ করা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) কলেজ শিক্ষকদের বুনিয়াদি, চাকুরীকালীন এবং গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ দান;

(ঙ) পরীক্ষা গ্রহণ;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিয়ম অনুসারে কোন নির্দিষ্ট কোর্স অনুসরণ ও শিক্ষাক্রম সমাপন করিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তিকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান;

(ছ) সংবিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী বা অন্যান্য সম্মান প্রদান করা;

(জ) কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নহে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিলে এমন কোন ব্যক্তিকে ডিপ্লোমা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঝ) কলেজ এবং উহাদের সহিত সংযুক্ত অফিস ও হোস্টেল পরিদর্শন করা;

(ঞ) দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিক সংস্থাগুলির সহিত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং অন্যান্য পদ প্রবর্তন করা এবং সংবিধির বিধান অনুসারে এই সকল পদে নিয়োগ দান করা:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানজনিত ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন পদ প্রবর্তন করা যাইবে না;

(ঠ) শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং একাডেমিক ও পাঠক্রম বহির্ভূত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের জন্য, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের বিধান সাপেক্ষে, ফেলোশীপ, পদক ও পুরস্কার প্রবর্তন ও প্রদান করা;

(ড) শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন অনুযায়ী যাদুঘর, পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, ওয়ার্কশপ, স্কুল, কেন্দ্র ও অন্যান্য সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ, একত্রীকরণ ও বিলোপ সাধন করা;

(ঢ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে একাডেমিক শৃংখলা বিধান ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, একাডেমিক, শিক্ষামূলক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিধি অনুযায়ী সহপাঠক্রম কার্যাবলীতে উত্সাহদান এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্মে সমদর্শিতা, উত্কর্ষতা ও দক্ষতাবর্ধন করা;

(ণ) বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত ফিস দাবী ও আদায় করা;

(ত) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কোন দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান, উত্সর্জন বা বৃত্তি গ্রহণ করা;

(থ) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশ করা;

(দ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, পরীক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নকল্পে অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত

৭। যে কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান

৮। (১) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত সকল স্বীকৃত শিক্ষাদান সাধারণতঃ কলেজ, স্কুল, এবং কেন্দ্র দ্বারা এককভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় পরিচালিত হইবে।

(২) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ প্রদত্ত ও পরিচালিত বক্তৃতা ও অনুশীলন এবং কর্মশালা, পরীক্ষাগার ও মাঠ পর্যায়ে অনুপাঠ শিক্ষাদান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা থাকিবেন, যথা:-

(ক) চ্যান্সেলর,

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর,

(গ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর,

(ঘ) ট্রেজারার,

(ঙ) ডীন,

(চ) রেজিস্ট্রার,

(ছ) কলেজ পরিদর্শক,

(জ) গ্রন্থাগারিক,

(ঝ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক,

(ঞ) অর্থ ও হিসাব পরিচালক,

(ট) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক,

(ঠ) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মকর্তা।

চ্যান্সেলর

১০। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের[১][রাষ্ট্রপতি] বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইবেন এবং তিনি একাডেমিক ডিগ্রী ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, চ্যান্সেলর, ইচ্ছা করিলে, কোন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারিবেন।